যায়যায়দিন

সংবাদ

তারিখ 15 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নবীনগরে শিক্ষা অফিসে মডেল টেস্টের নামে লাখ লাখ টাকার ফি বাণিজ্য

প্রতিনিধি, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

গত ১৩ জুন থেকে শুরু হয়েছে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের মডেল টেস্ট পরীক্ষা। সরকারিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মডেল টেস্ট নেয়ার কোন বিধান নেই। কিন্তু নবীনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এই অবৈধ মডেল টেস্টের নামে ফি বাণিজ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

নবীনগর উপজেলায় ১১ হাজার পরীক্ষার্থী মডেল টেস্টে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ ৪০ টাকা হারে নেয়া হয়েছে। ফি বাবদ তোলা হয়েছে ৪ লাখ টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সূত্রে জানায় মডেল টেস্টের নামে সরকারিভাবে কোন নিয়মনীতি কিংবা নির্দেশনা নেই। তবে শিক্ষার্থীদের সমাপনী প্রস্তুতির কথা ভেবে স্ব স্ব স্কুল যদি মনে করেন তাহলে নামমাত্র ফি নিয়ে পরীক্ষা নিতে পারে। বিভিন্ন স্কুল সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ এ মডেল টেস্ট নেয়া হচ্ছে। এ মডেল টেস্ট পরীক্ষা নিতে প্রতি প্রশ্ন ৩ টাকা, খাতা ১৭-১৮ টাকা, খাতা দেখা বাবদ প্রতি খাতা ১ টাকা, আর চা, নাস্তা ও অফিসারদের যাতায়াত যদি ধরা হয় সব মিলিয়ে বড়জোড় ২৫ টাকা খরচ হয়। অথচ এই মডেল টেস্টের নামে শিক্ষার্থী প্রতি পরীক্ষার ফিস বাবদ ৪০/- টাকা করে তুলে নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষকরা। উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের হতদরিদ্র অভিভাবকদের অভিযোগ স্কুল পরীক্ষায় প্রধান শিক্ষকরা ১৫-২০ টাকা করে ফিস নেয় কিন্তু এবার মডেল টেস্টের নামে শিক্ষার্থীদের ওপর ৪০/- টাকা ফিস চাপিয়ে দিচ্ছে। কোন লিখিত অনুমতি ছাড়াই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের উপর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মৌখিকভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রধান শিক্ষক।

এ ব্যাপারে নবীনগর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি রেজাউল করিম সবুজ বলেন, নিয়ম না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো রেজাল্ট করতে সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ স্থানীয়ভাবে এ মডেল টেস্ট নেয়া হয়, সমস্যা হয়েছে পূর্বে মাত্র বিশ টাকা ফিস নিয়ে মডেল টেস্ট নেয়া হতো। সেখানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এখন চল্লিশ টাকা নিতে অভিভাবকদের কাছে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। তিনি বলেন, সরকারিভাবে আমারা কোন চিঠি পাইনি, কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে এ ফি তোলা হয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার শরিফ রফিকুল ইসলাম ৪০ টাকা ফিসের কথা স্বীকার করে বলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নির্দেশে আমি প্রধান শিক্ষকদের মৌখিকভাবে এ ফি তোলার নির্দেশনা দিয়েছি, তবে আমি কোন লিখিত চিঠি পাইনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খাজা মো. মানী বলেন, মন্ত্রণালয়ের লিখিত নির্দেশনা মতেই মডেল টেস্ট বাবদ চল্লিশ টাকা নেয়া হচ্ছে এবং আমি প্রত্যেক উপজেলায় লিখিতভাবে নির্দেশনা পাঠিয়ে দিয়েছি।